দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 05 AUG 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

একমুখী শিক্ষা ও প্রকাশকদের ক্ষতিপূরণ

খবরে প্রকাশ, একমুখী শিক্ষার জন্য প্রস্তুতকৃত প্রায় একশত কোটি টাকার পাঠ্যপুস্তক নষ্ট হইতে চলিয়াছে। আপাতত স্থগিতকৃত একমুখী শিক্ষার ব্যাপারে সরকার চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারায় এসব বই এখন অবহেলায় ও পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। হয়তোবা উইপোকায় কাটিতেছে। গুদামে আরো কিছুদিন পড়িয়া থাকিলে বইগুলি একেবারে ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়িবে। সেক্ষেত্রে প্রকাশকদের ক্ষতিপূরণের বিষয়টি অপরিহার্য হইয়া দাঁড়াইবে। বিগত জোট সরকারের শিক্ষামন্ত্রী এম ওসমান ফারুক ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিলেও তাহা রক্ষা করা হয় নাই। এখন এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে যেসব প্রকাশক ইতিমধ্যে প্রচুর টাকা ব্যয় করিয়াছেন, তাহারা অকূলপাথারে নিমজ্জিত হইবেন।

দেশে একমুখী শিক্ষা নিয়া কাজ শুরু হইয়াছিল ১৯৯৫ সালে। বিশ্বব্যাংকে ইহার জন্য পাঁচশত কোটি টাকার ঋণ দেয়। ২০০৪ সালে প্রায় ৫০ জন প্রকাশককে নতুন পাঠ্যসূচি অনুযায়ী বই ছাপাইবার কাজ দেওয়া হইলে ২০০৫ সাল নাগাদ বেশ কিছু বইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়। ২০০৬ সালে আরো ৩৫ ধরনের বই ছাপাইবার অনুমতি দিলে তাহারও মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের কাজ প্রায় শেষ হয়। কাহারও কাহারও মুদ্রণ হইলেও বাঁধাইয়ের কাজ হয়তো বাকি ছিল। তাহারা দ্রুততার সহিত কাজ করিয়া যাইতেছিলেন এই আশায় যে, এ বৎসর ২০০৭ সালে তাহাদেরকে আরো ৩৬ ধরনের বইয়ের কাজ দেওয়া হইবে। কিন্তু বিধিবাম। তাহার আগেই গত ২০০৬ সালের শেষের দিকে বিভিন্ন সমালোচনার মুখে পড়িয়া সরকার একমুখী শিক্ষা স্থগিত করিবার ঘোষণা দেয়। অথচ ততদিনে বইয়ের পাণ্ডুলিপি খরচ, লেখক সম্মানী, ছাপা ও বাঁধাইয়ের কাজ বাবদ অনেক টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশক সমিতির পক্ষ হইতে ইতিমধ্যে শিক্ষা উপদেষ্টা আইয়ুব কাদরির নিকট দেন-দরবার করা হইয়াছে। শিক্ষা সচিব এবং প্রকাশকদের মধ্যে দুই দফা বৈঠকের পর সুনির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাবনাও পাঠানো হইয়াছে। কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনো আসিতেছে না। যতদূর জানা যায়, সরকারের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কারণ হইল, প্রকাশকদের টাকা ফেরত দিলে বিশ্বব্যাংক তাহাদের ঋণের টাকার ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করিবে। আবার একমুখী শিক্ষা বাস্তবায়িত করিতে চাহিলেও যাহারা ইহার তীব্র বিরোধিতা করিয়াছিলেন তাহাদের নিকট সরকারকে নতুন করিয়া সমালোচনার মুখে পড়িতে হইবে। এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হইল, স্বাধীনতার পর দেশে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনসহ বেশ কয়েকটি শিক্ষা কমিশন ও সর্বশেষ অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞার নেতৃত্বে গঠিত ৬ষ্ঠ শিক্ষা কমিশনের কোনটিই পুরোপুরি বাস্তবায়িত করা যায় নাই। প্রতিবারই গোষ্ঠীগত স্বার্থের কথা বিবেচনা করিয়া সংশ্লিষ্ট বুদ্ধিজীবী মহল হইতেই হৈচৈ করা হইয়াছে। বাংলাদেশ শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষা পরিবেশ যে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির শিকার এবং ইহা যে নানাভাবে বিভাজিত হইয়া পড়িয়াছে তাহা সুনির্দিষ্ট শিক্ষানীতি না থাকিবার কারণেই হইয়াছে। অথচ ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনে একটি সুষ্ঠু শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন বাংলাদেশ সূচনা হইতেই অপরিহার্য ছিল।

বলিতেই হয় পুস্তক ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন যদি তাহারা যথাসময়ে লগ্নিকৃত টাকা উঠাতে না পারেন। কিন্তু একটি শিক্ষানীতির কার্যকারিতা না থাকিলে সমগ্র দেশ ও জাতি দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। আরো অনেক কিছুর ন্যায় সরকারের এ বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। সর্বশেষ শিক্ষা কমিশনের সুপারিশে কিছু ভুল-ত্রুটি থাকিতেই পারে। তবে দেশকে অগ্রযাত্রার দিকে আগাইয়া নিতে শিক্ষিত ও মেধাবী জনশক্তি গড়িয়া তুলিতে একমুখী শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। সাধারণ স্কুল-কলেজ, আলিয়া মাদ্রাসা, কওমী মাদ্রাসা, এবতেদায়ী, কিন্ডারগার্টেন, মিশনারিজ স্কুল, এনজিও স্কুল ও ইংরেজি মিডিয়াম প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচী, পরীক্ষা পদ্ধতি ও নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ ও নিয়ম-শৃংখলা ইত্যাদি আমাদের সমাজে স্থায়ী বিভেদরেখা টানিয়া দিয়াছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় ধনী ও গরীবের ব্যবধানকে করিয়াছে আকাশচুম্বী। এ ধরনের হ-য-ব-র-ল প্রকৃতির শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত জাতি রাষ্ট্র গঠনের সহায়ক হইতে পারে না। সরকারি কিংবা বেসরকারি প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই একই মানের শিক্ষা দেওয়া উচিত। বিশেষত শিক্ষা জীবনের প্রাথমিক ও মাধ্যমিকস্তরে কোনরূপ বৈষম্য থাকা উচিত নয়। শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নীতিগত সমস্যার কার্যকারণগুলি সঠিকভাবে চিহ্নিত করিয়া সমাধান না করিলে শিক্ষাখাতে অন্যতম সর্বোচ্চ বাজেট প্রদানের উদ্দেশ্য সর্বদাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে।